তারিখ ... 11 APR ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

সারাদেশে বইয়ের দোকান বন্ধ, সমাবেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন, ২০১৬-এর সাতটি উপধারা সংশোধনের দাবিতে রোববার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুখে কালো কাপড় বেঁধে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। একই দাবিতে সারাদেশে সব বইয়ের দোকান বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। শহীদ মিনারে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সমাবেশে শত শত প্রকাশক অংশ নেন। এ সময় তারা বিভিন্ন দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। পরে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করেন তারা।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন সংশোধন দাবি

কর্মসূচি চলাকালে সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন সমকালকে বলেন, 'প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন সংবিধান পরিপন্থী। তারা শিক্ষামন্ত্রীকে সহায়তা করতে চান। তাই সাতটি উপধারা সংশোধনের দাবি জানাচ্ছেন। প্রকাশকরা এনসিটিবির অনুমতি ছাড়া বই বের করতে পারবেন না, এমন আইন হলে বই প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হবে।' তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমে রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের ৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থী সৃজনশীল সহায়ক গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া ৫৪ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি ভালোভাবে বোঝেন না। এমন পরিস্থিতিতে আমরা তাদের সহায়তা করতে চাই।

সমিতির সহসভাপতি শ্যামল পাল বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারা জনস্বার্থবিরোধী। এ আইন হলে প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২৫ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই শিল্পের সঙ্গে কেবল প্রকাশকরাই জড়িত নন, এর সঙ্গে মুদ্রাকর, বাঁধাইকারী, ছাপাখানার শ্রমিক ও বই ব্যবসায়ীরা জড়িত। তিনি আরও বলেন, এনসিটিবিও বই প্রকাশ করে। এনসিটিবি প্রকাশকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে না। পুস্তক ব্যবসা বন্ধের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শ্যামল পাল।

প্রকাশকরা বলেন, খসড়া আইনে বলা হয়েছে, সরকার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রণয়ন করা পুস্তক ছাড়া কোনো পুস্তক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। একটি ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধান লঙ্ঘন করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি (প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান প্রধান) অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালক মির্জা আলী আশরাফ কাশেম সমকালকে বলেন, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বর্ণিত ধারা কার্যকর হলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির বাইরে সহায়ক বই প্রকাশের পথ রুদ্ধ হবে। এতে বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদরা সহায়ক গ্রন্থ রচনার আগ্রহ ও সুযোগ হারিয়ে ফেলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার পথ সংকুচিত হয়ে পড়বে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, এ ধরনের আইন হলে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আদর্শলিপির মতো ঐতিহ্যবাহী পুস্তক প্রকাশও বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারে। তিনি বলেন, সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ করা হলে মুদ্রণ শিল্প, কাগজ শিল্প, বাঁধাই শিল্প হুমকির মুখে পড়বে এবং পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশকরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

এদিকে, গতকাল সারাদেশে বইয়ের দোকান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়ে।